হাকিমুল উম্মত হিসেবে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

(16-October-2025)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

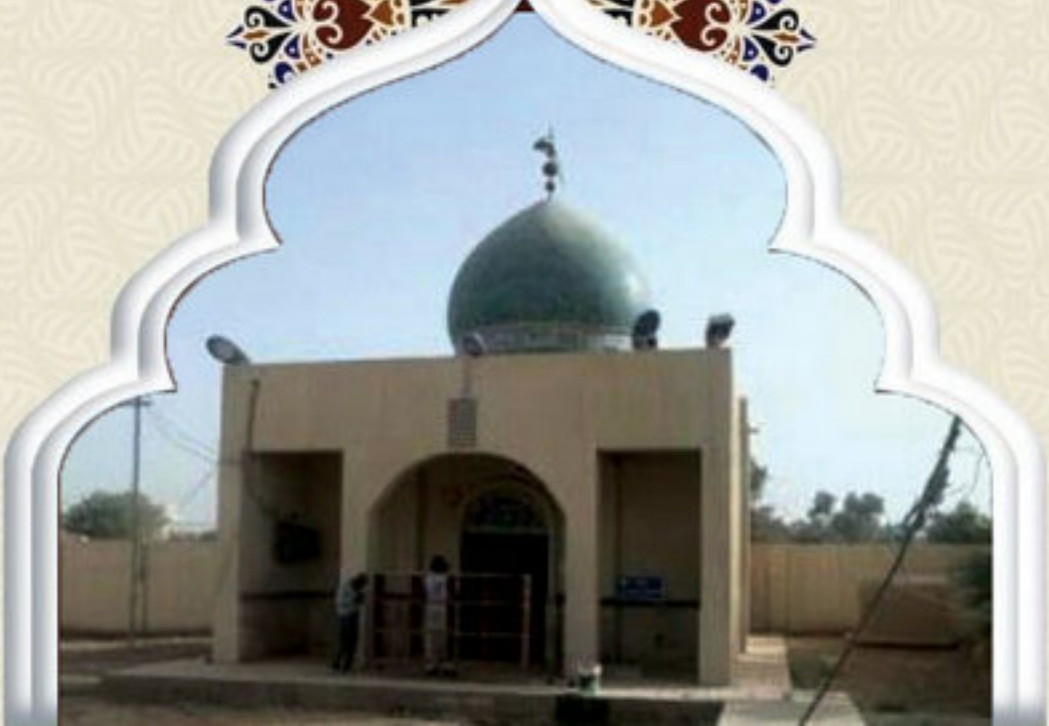

হাকিমুল উম্মত হিসেবে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 5
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি..... 6
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুজাদ্দিদ ছিলেন..... 7
একটি বাক্যই জীবন পাল্টে দিল..... 8
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাগদাদ আগমন..... 9
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নির্জনবাস..... 10
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একজন কামিল পীরের দরবারে..... 13
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তাজদীদের কার্যাবলী..... 15
ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শিক্ষার সারসংক্ষেপ..... 17
নেক আমল নং ৭১ এর প্রতি উৎসাহ..... 21
পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল..... 23
ঘোষণা..... 24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 26

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল 28
ঘুমের সময়কার দোয়া 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চান তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم যদি কোনো সমাজের লোকেরা এমন কোনো বৈঠকে অংশগ্রহণ করে, যেখানে তারা আল্লাহ তা'য়ালার যিকির এবং তাদের নবীর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর দরুদ শরীফ পড়ে না, তবে (কিয়ামতের দিন) ওই বৈঠক তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। (এর জন্য) যদি আল্লাহ তা'য়ালা চান, তবে তাদেরকে শাস্তি দেবেন আর না হয় ক্ষমা করে দেবেন। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩০০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পঞ্চম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ও উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ৪৫৫ হিজরীতে খোরাসান প্রদেশের তূস জেলার ত্বাবরানে জন্মগ্রহণ করেন। **(ইত্তিহাফুস সাদাহ, ভূমিকা, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৯)** তাঁর নাম, তাঁর বাবার নাম এবং তাঁর দাদার নামও মুহাম্মদ ছিল এবং পরদাদার নাম ছিল আহমাদ। তাঁর পুত্র ছিলেন ইমাম হামিদ গাযযালী, তিনিও একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর নামেই তিনি নিজের কুন্নিয়াত (উপনাম) আবু হামিদ রেখেছেন। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ইলমে ফিকাহ, ইলমে কালাম, দর্শন এবং তাসাউফ শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। তাঁর জ্ঞানগত শান-শওকত ও প্রতিপত্তি দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক তাঁকে যাইনুদ দ্বীন ও শারফুল মিল্লাহ উপাধি প্রদান করেন। তাঁর একটি উপাধি হলো ইমামুল বাহর (অর্থাৎ জ্ঞান ও শিল্পের ইমাম)। তাঁর শিক্ষক ইমামুল হারামাইন, ইমাম জুওয়াইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: اَلْغَزَالِي بَحْرٌ مُغَدَّقٌ অর্থাৎ গাযযালী জ্ঞান ও ইলমের এক উত্তাল সমুদ্র। **(তবকাতুশ শাফিঈয়্যাহ কুবরা, পঞ্চম তবকাহ, খণ্ড:৫, পৃষ্ঠা:১৭১)** আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে "হাকিমুল উম্মাত" উপাধিতে স্মরণ করেছেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৫২৮)** ইমাম গাযাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইসলামে আপত্তি উত্থাপনকারী বদমাযহাব ও অমুসলিমদেরকে নিজের সুদৃঢ় দলিল দ্বারা নীরব করে দিতেন, এ কারণেই তাঁকে "হুজ্জাতুল ইসলাম (অর্থাৎ ইসলামের দলিল)"ও বলা হয়। তিনি অনেক হাদীস মুখস্থ রেখেছিলেন, কিন্তু ইলমে হাদীস কোনো উস্তাদের

কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যয়ন করেননি। জীবনের শেষ দিকে এর প্রতি আগ্রহ জন্মায়, যদিও তখন তাঁর জ্ঞানচর্চার ডঙ্কা বিশ্বে বাজছিল, বড় বড় ওলামা তাঁর থেকে উপকৃত হচ্ছিলেন, কিন্তু তখনো ইলম শেখার আগ্রহ কমেনি। সুতরাং, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উস্তাদের কাছে ইলমে হাদীস শিখতে শুরু করেন এবং শিখতে শিখতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি ৫৫ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করেন। তিনি ১৪ জুমাদাল আখিরা, ৫০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। **(সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা, খণ্ড:১৪, পৃষ্ঠা:৩৩২)** ওফাতের সময় বিখ্যাত হাদীসের কিতাব বুখারী শরীফ তাঁর বুকের উপর ছিল। **(আল মুনতাযাম, খণ্ড:১৭, পৃষ্ঠা:১২৭)** আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সকালে ঘুম থেকে উঠে ওযু করলেন, ফজরের নামায আদায় করলেন, এরপর কাফন আনালেন, চোখের উপর রেখে বললেন: আমার রবের হুকুম আমার মাথার উপর। এতটুকু বলেই চেহারা কিবলার দিকে করে পা ছড়িয়ে দিলেন। লোকেরা দেখলো যে, তাঁর রূহ মুবারক বের হয়ে গেছে। তাঁর মাযার মুবারক খোরাসান জেলার তূসের "মাকাবিরে গাযযালী" নামক কবরস্থানে অবস্থিত। **(আস-সিবাত ইন্দাল মামাত, পৃষ্ঠা:১৭৮)**

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুজাদ্দিদ ছিলেন

হাদীস শরীফে এসেছে: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ পাঠাবেন, যিনি দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। **(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, পৃষ্ঠা:৬৭৪, হাদীস: ৪২৯১)** ওলামায়ে কেরাম বলেন: ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পঞ্চম হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন।

(ইত্তিহাফুস সাদাহ, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একটি বাক্যই জীবন পাল্টে দিল

ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স যখন ১৫ বছর ছিল, তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ফলে, ঘরের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। এতদসত্ত্বেও ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদরাসার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং দ্বীনি ইলম শেখায় মগ্ন হন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর নিজ এলাকা তূসে তাঁর বাবার বন্ধু ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ রাযাকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে অর্জন করেন। এরপর জুরজান তাশরিফ নিয়ে যান এবং সেখানে ইমাম আবু নসর ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে ইলম অর্জন করেন। এরপর নিশাপুর তাশরিফ আনেন এবং কয়েক বছর ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে দ্বীনি ইলম শিখতে থাকেন। **(ফয়যানে ইমাম গাযযালী, পৃষ্ঠা: ১০, ১২, ১৫)**

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি উস্তাদের কাছ থেকে যা শিখতেন, তা লিখে নোট আকারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। যখন তিনি জুরজান থেকে ফিরে আসছিলেন, পথে ডাকাতরা হামলা করে। কাফেলার সমস্ত জিনিসপত্র লুট করে নেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনায় ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞান সংক্রান্ত নোটগুলোও ডাকাতদের হাতে পড়ে যায়। এতে তাঁর অনেক কষ্ট হয়। সুতরাং, তিনি ডাকাতদের সরদারের কাছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: আমি শুধু এতটুকু চাই যে, আমার নোটগুলো ফিরিয়ে দাও। এতে তোমাদের কোনো উপকারী জিনিস নেই। এতে ডাকাত সরদার হেসে উঠলো এবং ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললো: তুমি ইলম বিষয়ে কিভাবে পারদর্শী হতে পারো? অথচ এই নোটগুলো কেড়ে নেওয়ার পর তুমি তো একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেছো।

এই একটি বাক্যই ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বলেন: আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, এই কথা ডাকাত সরদার নিজে বলেনি বরং আমার পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। সুতরাং, আমি নোটগুলো নিয়ে নিজের দেশে পৌঁছে একটানা তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে নোটে লেখা সমস্ত মাসয়ালা মুখস্থ করে ফেললাম।

(তাবকাতুশ শাফিঈয়্যা আল- কুবরা, পঞ্চম তবকা, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:১৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুরু থেকেই নিজের সংশোধনের দিকে কিভাবে মনোযোগী ছিলেন। তিনি ডাকাত সরদারের বাক্য শুনেও তা মন্দ মনে করেননি, এটিকে নিজের অপমান মনে করেননি; বরং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের জ্ঞান এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, এখন কেউ তা চুরি করতে পারবে না। এ থেকে এটিও জানা যায় যে, কখনো কখনো একটি বাক্যই জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাগদাদ আগমন

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘদিন নিশাপুরে ইমামুল হারামাইন ইমাম জুওয়াইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বীনি ইলম অর্জন করছিলেন। যখন ইমামুল হারামাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন তিনি নিশাপুরকে বিদায় জানিয়ে বাগদাদ তাশরিফ নিয়ে আসলেন। বাগদাদ তখন জ্ঞানের কেন্দ্র এবং

সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানীও ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক জ্ঞানপিপাসু ও নেক স্বভাবের ছিলেন, তাই প্রায়ই শাহী দরবারে ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ হতো। ওলামায়ে কেরাম এখানে ইলমী আলোচনা করতেন, শরয়ী মাসয়ালা-মাসায়েলের সমাধান বের করতেন। কখনো কখনো কোনো মাসয়ালা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হলে সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য মার্জিতভাবে মুনাযারার (বিতর্কের)ও ব্যবস্থা করা হতো। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন শাহী দরবারে তাশরিফ আনলেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনেক ওলামায়ে কেরামের সাথে তাঁর ইলমী আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর জ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখে খুবই খুশি হলেন। সুতরাং, প্রধানমন্ত্রী ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বাগদাদের বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া নিযামিয়ায় শাইখুল জামিয়া (অর্থাৎ উপাচার্য) পদ প্রদান করলেন। তখন ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স প্রায় ৩৪ বছর ছিল।

চার বছর পর্যন্ত ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামেয়া নিযামিয়ায় দরস ও তাদরিস (শিক্ষাদান) করলেন। ততদিনে তাঁর ইলমী শান ও শওকতের আলোচনা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের বড় বড় ওলামা, মন্ত্রী, উপদেষ্টা তাঁর দরসে উপস্থিত হতেন এবং ইলমী পিপাসা নিবারণ করতেন। **(ফয়যানে ইমাম গাযযালী, পৃষ্ঠা:১৫-২২)**

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নির্জনবাস

আল্লাহ পাকের ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর বিরাট অনুগ্রহ ছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে শুরু থেকেই ইলমের প্রতি আগ্রহ, সত্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রেরণা দান

করেছিলেন। বাগদাদ এসে ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খ্যাতি অর্জন করেন, জ্ঞানের জগতে এক বিশাল স্থান লাভ করেন, কিন্তু হৃদয় তখনও অস্থির ছিল। সুতরাং, তিনি আরও বইপত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। অবশেষে যখন তাসাউফের কিতাবাদি পড়েন, তখন তাঁর মন দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, আল্লাহর নৈকট্য পদমর্যাদা ও খ্যাতিতে নয়, বরং দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়ের সংশোধন করার মধ্যে নিহিত। সুতরাং তিনি শান-শওকত, মান-মর্যাদা, উচ্চ পদ, খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সূফীদের পোশাক পরিধান করেন এবং মুজাহাদার জন্য সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন। **(ফয়যানে ইমাম গাযযালী, পৃষ্ঠা:২৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর হিম্মত দেখুন! এমন সম্মান ও খ্যাতি, পদ-মর্যাদা, যখন বড় বড় আলেম শিষ্য হিসেবে সামনে বসে থাকতেন, মন্ত্রী-উপদেষ্টারা শ্রদ্ধা করতেন, সেই সমস্ত শান-শওকত হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া সহজ কথা নয়, বরং অনেক হিম্মত ও সাহসের কাজ। আমরা আশঙ্কাগ্রস্ত থাকি। আমাদেরকে যদি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়, মাদানী কাফেলায় সফরের অনুরোধ করা হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মাদীনায় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়, তখন দোকান কে চালাবে, ব্যবসা কে দেখভাল করবে, বাচ্চাদের স্কুলে কে নিয়ে যাবে, ঘরের দায়িত্ব কে নেবে ইত্যাদি হাজারো ধরনের আশঙ্কা সামনে এনে রাখি এবং নেকী অর্জন করা, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা, জান্নাতের পথে চলা থেকে বঞ্চিত থাকি। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি আশঙ্কার শিকল পায়ে জড়িয়ে নেয়, জীবনের সফরে সে কখনোই সফল হতে পারে না। জীবন শেষ হয়ে যায়, কাজ শেষ হয় না, মৃত্যুর

ফেরেশতা এসে যায়। যখন কবরে নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেই কাজগুলো, যেগুলোকে অজুহাত বানিয়ে দ্বীনি কাজ থেকে বিরত থাকতাম, সেগুলোর সবই আগের মতোই চলতে থাকে। আমরা জানি না কেন এমনটা ভেবে নিয়েছি যে, এই দুনিয়া আমাদের জন্যই চলছে? হাজার হাজার মানুষ কবরে ঘুমিয়ে আছে, তাদেরও এই ধারণা ছিল যে, আমার ছাড়া এই দুনিয়া থেমে যাবে, আমি না থাকলে আমার ঘর থেকে ব্যবসা পর্যন্ত সবকিছু অচল হয়ে যাবে, শিশুরা ক্ষুধায় মারা যাবে, ঘরের অর্থনীতি, ঘরের ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে, দুনিয়া যেমন আছে তেমন থাকবে না। কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা এসে গেলো, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো, রূহ বের হয়ে গেলো, কবরে নেমে গেলো আর সমস্ত ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনটাই এখনও চলছে। হে জান্নাত অন্বেষণকারীরা...!! সাহস করে কাজ করুন। আশঙ্কার শিকল ছিঁড়ে ফেলুন! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ فُتِحَ لَهٗ بَابٌ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ যার জন্য ভালোর একটি দরজা খুলে যায়, فَلْيَنْتَهِزْهُ অর্থাৎ সে যেন সেই দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে, فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَتٰى يُغْلَقُ عَلَيْه কারণ সে জানে না যে, কখন এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়াইয, অংশ: ১৫, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৩৩৪, হাদীস: ৪৩১২৭)**

হে আশিকানে রাসূল! শ্বাস চলছে, এটা ভালোর দরজা। আমাদের হৃদয়ে নেকীর চিন্তা এসেছে, এটা ভালোর দরজা। আমাদেরকে নেক কাজের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, এটা ভালোর দরজা। আমাদেরকে আলো দেখানো হয়েছে, এটা ভালোর দরজা। এখন আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলুন, এখন অজুহাত খুঁজবেন না, বরং দ্রুত এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন। দেখুন! ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য ভালোর দরজা খুলেছিল। তাঁরও সন্তান

ছিল, তাঁরও ঘর ছিল, তাঁরও ব্যস্ততা ছিল, বরং তিনি আমাদের চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সম্মান ছিল, মানুষ তাঁর দিকে ধাবিত হতো, বড় বড় আলেম তাঁর কাছে ইলম শিখতেন, জামেয়া নিজামিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষক ছিলেন তিনি। সময়ের বাদশাহ, সেলজুক সালতানাতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে মিনতি করছিলেন যে, হুযুর যাবেন না! কিন্তু তিনি কোনো কিছুকে পরোয়া করেননি, হিম্মত করলেন, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করলেন, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে নির্জনবাসী হলেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি দয়া করলেন, তাঁর জন্য নিজের নৈকট্যের দরজা খুলে দিলেন এবং তাঁকে বেলায়েতের উচ্চ মর্যাদা দান করলেন। সিদ্দীকিয়্যত বেলায়েতের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও সিদ্দীকিয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন কামিল পীরের দরবারে

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন উচ্চ মর্যাদার আলেম ছিলেন। যখন তিনি তরিকতের পথে পা রাখেন, তখন এ বিষয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন। তিনি জানতেন যে, এই পথটি খুবই কঠিন। সুতরাং কামিল পীরের নির্দেশনা ছাড়া এই পথে চলা এবং সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।।তাই তিনি শাইখ আবু আলী ফারমাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, নিজের সমস্ত জ্ঞান, পদমর্যাদা ইত্যাদি একপাশে রেখে দিলেন এবং খালি অন্তর নিয়ে কামিল পীরের আনুগত্যে মগ্ন হলেন। আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শাইখ ফারমাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যে সমস্ত ওযিফা ও যিকির, ইবাদত, রিয়াযত ও

মুযাহাদার নির্দেশ দিতেন, তিনি তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতেন, এমনকি আল্লাহ পাক তাঁকে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৩২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আওলিয়া! হে আশিকানে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! চিন্তা করুন! ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো একজন বিজ্ঞ আলেমকেও তরিকতের পথে সফলতার জন্য পীরের প্রয়োজন হয়েছে, তাহলে আমাদের কত প্রয়োজন হবে? আল্লাহ পাক পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩৫ এ ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে, সফলতা পেতে পারো।

হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: প্রতিটি জিনিসের অনুসন্ধানের জন্য আলাদা দরজা রয়েছে, প্রতিটি পণ্যের অনুসন্ধানের জন্য আলাদা বাজার ও দোকান রয়েছে। সেই জিনিসটি খুঁজতে গেলে সেই দরজা, সেই দোকান, সেই বাজারে যেতে হয়। আল্লাহ পাককে খুঁজুন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুঁজুন আওলিয়া কিরামের দরবারে। **(তাফসীরে নাঈমী, পারা: ৬, সূরা মায়েদা, ৩৫নং আয়াতের পাদটিকা, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪০২)** তিনি আরও বলেন: এই আয়াতে তাকওয়ার পর উসিলা সন্ধানের নির্দেশ দিয়ে

বলা হয়েছে যে, কোনো মুত্তাক্বী তাকওয়ার কোনো স্তরে পৌঁছে উসিলা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। সুতরাং, কোনো মুত্তাক্বী মুসলমান যেন না ভাবে যে, আমি তো মুত্তাক্বী হয়ে গেছি, এখন আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমার কোনো উসিলার প্রয়োজন নেই। যেমনটি প্রত্যেক মুমিন আমল ও তাকওয়ার মুখাপেক্ষী, তেমনি প্রত্যেক মুত্তাক্বীও উসিলার মুখাপেক্ষী। **(তাফসীরে নাঈমী, পারা: ৬, সূরা মায়েদা, ৩৫নং আয়াতের পাদটিকা, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাজদীদের কার্যাবলী

প্রায় ১১ বছর পর্যন্ত ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্জনবাসী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত ও রিয়াযত করতেন। এই সময়ে অসংখ্য ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই ফিতনাগুলো মোকাবেলা করার জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, তৎকালীন বাদশাহ ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে চিঠি লিখেন এবং অনুরোধ করেন যে, নির্জনবাস ছেড়ে বাগদাদে তাশরিফ নিয়ে আসুন এবং উম্মতকে ফিতনা থেকে মুক্তি দিন। বাদশাহর বারবার অনুরোধে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু সূফীয়ায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করেন। সবাই বললেন যে, এখন নির্জনবাসের সময় নয়, এখন ফিতনা মোকাবেলা করে উম্মতকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর সময়। কিছু সূফীয়ায়ে কিরাম স্বপ্নে গায়েবী ইঙ্গিতও পান এবং বলা হয় যে, এখন নির্জনবাস ছেড়ে দেওয়া জরুরি। সুতরাং, ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুনরায় দরস ও তাদরিসের আসনে তাশরিফ আনেন এবং ফিতনা দমনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একই সাথে তিনটি রণাঙ্গনে ফিতনা মোকাবেলা করেন: (১) এর মধ্যে প্রথম রণাঙ্গনটি ছিল আহলে দর্শনশাস্ত্রের। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে দর্শনশাস্ত্রের চরম বিকাশ হয়েছিল এবং দার্শনিকগণ ইসলামকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কুরআনুল করীম, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের মৌলিক আকীদার উপর নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপন করছিল। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ময়দানে আগমন করলেন এবং অত্যন্ত গবেষণামূলক ভঙ্গিতে দার্শনিকদের আপত্তির শুধু খণ্ডনই করেননি, বরং দর্শনের মূল ভিত্তির উপর যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী আকীদার সংরক্ষণ করেন। (২) অনুরূপভাবে, ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে বাতেনী ফেরকাও চরম বিকাশ লাভ করেছিল। এরাও উম্মতকে পথভ্রষ্ট করে ইসলামের মৌলিক আকীদা পরিবর্তন করতে এবং নিজেদের বাতিল শিক্ষা প্রচার করতে ব্যস্ত ছিল। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পথভ্রষ্ট ফেরকারও কঠোরভাবে খণ্ডন করেন এবং উম্মতের আকীদার সংরক্ষণ করেন। (৩) তৃতীয় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল যার উপর ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাজ করেছেন, তা হলো সাধারণ মানুষের আমলী অবনতি। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুগে সমাজ ছিল পথভ্রষ্টতার শিকার। এ দিকে ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সময়মতো মনোযোগ দেন এবং সমাজের সংশোধনের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। এই কাজের জন্য ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুম লিখেছেন, কিমিয়ায়ে সাদাত লিখেছেন, মুকাশাফাতুল কুলুব লিখেছেন, মিনহাজুল আবিদীন লিখেছেন। মনের সংশোধন কিভাবে হবে, আমরা ইবাদতগুজার কিভাবে হবো, নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে আনতে হবে, শয়তানের মোকাবেলা

কিভাবে করতে হবে, কোন কোন জিনিস জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, জান্নাতের পথ কি, আল্লাহ পাকের নৈকট্য কিভাবে মিলবে, বাতেনী রোগ থেকে মুক্তি কিভাবে মিলবে, একজন ব্যক্তির নিজের সংশোধন কিভাবে হবে, পরিবারের সংশোধন কিভাবে হবে, সমাজের সংশোধন কিভাবে হবে, এই সমস্ত বিষয় ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিতাবে লিখেছেন, মানুষকে জানিয়েছেন, এর জন্য ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খানকা নির্মাণ করেছেন, মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাহফিল করতেন, দরস দিতেন, বয়ান করতেন, মানুষকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার দাওয়াত দিতেন।

(ফয়যানে ইমাম গাযযালী, পৃষ্ঠা:৬৫)

ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষার সারসংক্ষেপ

আসুন! ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "মিনহাজুল আবিদীন" এর আলোকে সংশোধনের কিছু মাদানী ফুল শুনি: "মিনহাজুল আবিদীন" ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শেষ রচনা। এই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু সূরা যারিয়াত এর আয়াত নম্বর ৫৬, যেখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি জিন্ ও মানবজাতিকে এ জন্যই সৃষ্টিই করেছি যেন, তারা শুধু আমারই ইবাদত করে।

এই আয়াতের উপর আমল করে আমরা কীভাবে ইবাদতগুজার হবো? এর জন্য ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন যে,

যখন এই বিষয়গুলো পাওয়া যাবে, তখনই একজন বান্দা সত্যিকার অর্থে ইবাদতগুজার হতে পারবে।

এদের মধ্যে প্রথমটি হলো; **ইলম:** ইবাদতগুজার সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যার কাছে ইলম (জ্ঞান) আছে। যার জানা নেই যে, কোন বিষয়গুলো ইবাদত এবং কোন বিষয়গুলো ইবাদত নয়, সে কিভাবে ইবাদতগুজার হতে পারবে? যে নামায শেখেনি, কুরআন শেখেনি, রোযার বিধান শেখেনি, সে কিভাবে এই কাজগুলো করতে পারবে? তারপর কোন কোন বিষয় ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়, কোন কোন বিষয় ইবাদতকে গুনাহে পরিণত করে দেয়, যে বিষয়গুলো ইবাদত নয় কিন্তু জীবন-যাপনের জন্য জরুরি, সেগুলোকে ইবাদতে কিভাবে পরিণত করতে হবে, এই সমস্ত পদ্ধতি জানা থাকলে একজন ব্যক্তি তার সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে এবং দুনিয়াতে থেকে দুনিয়াদার না হয়ে ইবাদতগুজার হতে পারবে। যদি ইলম না থাকে, তাহলে এসব কিভাবে সম্ভব হবে?

দ্বিতীয় জিনিস **তওবা:** ইলম আবার দুই প্রকার: (১) عِلْمٌ عَلَى اللِّسَان যা শুধু জিহ্বা পর্যন্ত থাকে, হৃদয়ে প্রবেশ করে না, এই ইলমের কোনো উপকারিতা নেই, এটি কিয়ামতের দিন মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। (২) দ্বিতীয় عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ অর্থাৎ যে ইলম অন্তরের মধ্যে থাকে। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা:৩৫১)** এটিই আসল ইলম, যখন এই ইলম অর্জিত হয় তখন বান্দা নিজের মধ্যে ডুব দেয়, সে তার গুনাহ দেখতে পায়, তার ভুল-ত্রুটি স্মরণ হয়, কবরের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কিয়ামতের কথা মনে পড়ে, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিতির দৃশ্য মনে পড়ে, তখন বান্দা ভিতর থেকে ভেঙে পড়ে, লজ্জিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, হৃদয় অস্থির

হয়। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখন বান্দা গোসল করুক, পরিষ্কার কাপড় পরিধান করুক, নির্জনে চলে যাক, তাওবার নামায আদায় করুক এবং সিজদায় মাথা রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করুক, ভবিষ্যতে আর গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুক এবং নেক আমলপূর্ণ নতুন জীবন-যাপনের সংকল্প করুক। **(মিনহাজুল আবেদীন, দ্বিতীয় অধ্যায়, তাওবার আলোচনায়, পৃষ্ঠা:৭৩)** কিন্তু এখন তার সামনে চারটি বড় বাঁধা এসে দাঁড়ায়:

প্রথম বাধা: **দুনিয়া;** যেমন, মনে এই ধরনের খেয়াল আসে: ✯ আমি ইবাদত করতে শুরু করলে ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ের কি হবে, ✯ আমার স্বপ্নগুলো কিভাবে পূরণ হবে, ✯ আমি একজন বড় মানুষ হতে চাই, আমি অমুক পদে পৌঁছতে চাই, এসব কিভাবে সম্ভব হবে, ✯ দাড়ি রাখলে, পাগড়ি পরলে, মসজিদে যেতে শুরু করলে সমাজে আমার কী মূল্য থাকবে, আমার বিবাহ কিভাবে হবে ইত্যাদি। ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই সবকিছুর চিকিৎসা হলো দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া।।আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: দুনিয়া চলে যাচ্ছে, আখিরাত আসছে, এই দুটোরই কামনাকারী আছে। হে মানুষেরা! দুনিয়াদার হয়ো না! আখিরাত অন্বেষণকারী হও...! আজ আমলের সময়, হিসাবের নয়, কাল হিসাবের দিন হবে, আমল করতে পারবে না। **(বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক, পৃষ্ঠা: ১৫৮১)**

দ্বিতীয় বাঁধা: **মানুষের সাথে মেলামেশা:** ইবাদতের পথে আসতে হলে অবশ্যই ইবাদতে সময় দিতে হবে। কিন্তু তখন হোটেলিংয়ের কী হবে? পিকনিক পার্টির কী হবে? বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে হবে, বেড়াতে

যেতে হবে, এসবের কী হবে? খারাপ বন্ধুদের কাছ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে ইত্যাদি হাজারো খেয়াল মনকে আঁকড়ে ধরে এবং ইবাদত থেকে বিরত রাখে। এর প্রতিকার হলো মানুষের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে দেওয়া। যে বন্ধু বা আত্মীয় ইবাদতের পথে বাধা, সে আসলে বন্ধু নয়, বরং শত্রু। কিয়ামতের কথা স্মরণ করুন! আহ! বিচার দিবস...!! সেই নফসি নফসি অবস্থা...!! মা তার একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে যাচ্ছে, বাবা ছেলে থেকে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে, ভাই ভাই থেকে পালাচ্ছে, কেউ একটি নেকী দিতে রাজি নয়। আহ! মানুষের কারণে ইবাদত থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিরা সে সময় আফসোস করবে, লজ্জায় মাথা নত করে আর্তনাদ করবে:

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۲۸﴾

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

তৃতীয় ও চতুর্থ বাধা: **নফস ও শয়তান:** শয়তান তো এটাই চায় যে, বান্দা যেন ইবাদতের দিকে না আসে, এর জন্য সে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। আর নফস সবসময় আরামপ্রিয়, অলস এবং আরামদায়ক জিনিস পছন্দ করে থাকে। কোনোভাবেই ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত হয় না। এর চিকিৎসা হলো শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা, তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাওয়া। আর নফসের চিকিৎসা হলো, এর উপর জোর করে ইবাদতের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।

যখন বান্দা এই সকল বাধা অতিক্রম করে যায়, তখন কৃতজ্ঞতার পর্যায় আসে। বান্দা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তাঁর প্রশংসা

করবে। কারণ, অকৃতজ্ঞতা মানুষকে ধ্বংস ও নষ্ট করে দেয়। বালআম বিন বাউরাকে কি দেখেননি? কীরূপ ইবাদতগুজার ছিল, কী বড় আলেম ছিল, জমিনে বসে লৌহে মাহফুযের লেখা পড়তে পারতো, তার দোয়া কবুল হতো। কিন্তু সে ছিল অকৃতজ্ঞ, তাকে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি দেওয়া হলো, তার পরিণতি খারাপ হলো, তার ঈমান কেড়ে নেওয়া হলো, কাফের হয়ে মারা গেলো এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে গেলো। তো হে জান্নাতের অন্বেষণকারীরা...!! ইবাদতও করুন, নেক আমলও করুন! ভালো মানুষও হোন, কিন্তু কৃতজ্ঞতা আদায় করতে একদম ভুলবেন না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নেককার হওয়ার এবং নেককার বানানোর তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নং ৭১ এর প্রতি উৎসাহ

হে আশিকানে আউলিয়া! আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা আমাদেরকে কী কী নসীহত করেছেন, তা আমরা অধ্যয়নের মাধ্যমে জানতে পারব। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে অধ্যয়নের আগ্রহ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই আগ্রহ বাড়ানোর জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে ৭২টি নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল অধ্যয়নের জন্যও দিয়েছেন। সুতরাং নেক আমল নং ৭১ হলো যে, আপনি সারা জীবনের সাজেশন অনুযায়ী অধ্যয়ন করেছেন? (মিনহাজুল আবেদীন, জা'আল হক, বাহারে শরীয়াত ৯ম অংশ থেকে মুরতাদের বর্ণনা, ১৬তম অংশ থেকে ক্রয় বিক্রয়ের বর্ণনা এবং পিতামাতার হকের বর্ণনা, (যদি বিবাহিত হন তবে) ৭ম অংশ থেকে মুহাররামাতের বর্ণনা এবং স্ত্রীর হক সমূহ, ৮ম অংশ থেকে সন্তানের লালন

পালনের বর্ণনা, তালাকের বর্ণনা, যিহারের বর্ণনা এবং তালাকে কিনায়ার বর্ণনা। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব সমূহ “তামহীদুল ঈমান, হুস্সামুল হারামাইন” তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব “কুফরিয়া কালেমাত কে বারেঁ মে সাওয়াল জাওয়াব) এবং এছাড়াও আরও কিতাব ও পুস্তিকা রয়েছে, সেগুলো "৭২টি নেক আমল" পুস্তিকায় দেখতে পারবেন। সুতরাং, আমাদেরও এই নেক আমলের উপর আমল করে এই কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। এর মাধ্যমে অনেক দ্বীনি ইলমও অর্জিত হবে এবং বুযুর্গদের নসীহতও পাওয়া যাবে। আপনারাও নিয়ত করুন যে, "৭২টি নেক আমল" পুস্তিকাটি পূরণ করুন এবং এই কিতাবগুলোও অধ্যয়ন করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই ফিতনার যুগে আমার শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী রযবি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যানকে খুব ভালোভাবে প্রচার করেছেন। তিনি ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অনেক ভালবাসেন, তাঁর কিতাবগুলো পড়েন, সেগুলোর উপর আমল করেন এবং অন্যদেরকেও সেগুলোর উপর আমল করার উৎসাহ দেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছায় দাওয়াতে ইসলামীর ইলমী ও তাহক্বীকী বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাবগুলো উর্দুতে অনুবাদ করেছে এবং মাকতাবাতুল মদীনা সেগুলোকে প্রকাশ করেছে। আপনিও ইমাম গাযযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাবগুলো, যেমন:

“ইহইয়াউল উলূম”, “মুকাশাফাতুল কুলূব”, “মিনহাজুল আবেদীন” ইত্যাদি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “ওযুর পদ্ধতি" থেকে পানির অপচয় থেকে বাঁচার বিষয়ে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: ওযুতে অতিরিক্ত পানি ব্যয় করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং এই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে। **(কানযুল উম্মাল, ৯/১৪৪, হাদীস: ২৬২৫৫)** (২) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন ব্যক্তিকে ওযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: অপচয় করো না, অপচয় করো না। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তাহারাত ওয় সুনানিহা, ১/২৫৪, হাদীস: ৪২৪)** ✯ যদি ওয়াকফকৃত পানি দিয়ে ওযু করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বেশি খরচ করা হারাম। **(ওযুর পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৪২)** ✯ কিছু লোক অঞ্জলি ভরে পানি এমনভাবে ঢালে যে, তা উপচে পড়ে যায়, অথচ যা পড়ে যায় তা বেকার হয়ে যায়, এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। **(ওযুর পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৪২)** ✯ আজ পর্যন্ত যত নাজায়িয অপচয় করেছেন, সেগুলোর জন্য তাওবা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচার জন্য পূর্ণ চেষ্টা শুরু করুন। ✯ ওযু করার সময় কল সাবধানে খুলুন, ওযুর সময় সম্ভব হলে এক হাত কলের হ্যান্ডেলে রাখুন এবং প্রয়োজন পূর্ণ হলে বারবার কল বন্ধ করতে থাকুন। ✯ মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিষ্কার করা, দাড়ি ও হাত-পায়ের

আঙুল খিলাল করা এবং মাসেহ করার সময় যেন এক ফোঁটা পানিও না পড়ে, এভাবে কল ভালোভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ঘোষণা

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুলগুলো তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং তা জানতে তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফদ্বালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৬ অক্টোবর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

পানির অপচয় থেকে বাঁচার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

✯ শীতকালে ওযু বা গোসল করার জন্য, থালা-বাসন ও কাপড় ধোয়ার জন্য গরম পানি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কল খুলে পাইপে জমে থাকা ঠান্ডা পানি এমনিতেই ফেলে না দিয়ে কোনো পাত্রে প্রথমে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ✯ মুখ ধোয়ার জন্য সাবানের ফেনা তৈরি করতেও সাবধানে পানি খরচ করুন। ✯ ব্যবহারের পর সাবান এমন সাবানদানিতে রাখুন যেখানে একদমই পানি না থাকে। ✯ পানি পান করার পর গ্লাসে বেঁচে যাওয়া পানি ফেলে না দিয়ে অন্যকে পান করিয়ে দিন বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করুন। ✯ শৌচাগারে লোটা ব্যবহার করুন, কারণ ফোয়ারা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে বেশি পানি খরচ হয় এবং পা-ও প্রায়শই নোংরা হয়ে যায়। ✯ কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকলে অবিলম্বে এর সমাধান করুন, অন্যথায় পানি নষ্ট হতে থাকবে। ✯ অনেক সময় মসজিদ ও মাদরাসার কল থেকে পানি টপকাতে থাকে, কিন্তু কেউ খোঁজ নেয় না! কর্তৃপক্ষকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে নিজেদের আখিরাতের ভালোর জন্য অবিলম্বে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ✯ খাবার খাওয়া, চা বা কোনো পানীয় পান করা, ফল কাটা ইত্যাদি বিষয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করুন যাতে প্রতিটি দানা, প্রতিটি খাদ্য কণা এবং প্রতিটি ফোঁটা ব্যবহার হয়ে যায়। **(ওযুর পদ্ধতি, পৃ. ৪৫, ৪৬, ৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুমের সময়কার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুযায়ী "ঘুমের সময়কার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا۔

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়েই বাঁচি এবং মরি (অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগি)। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা ২০৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০.

কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد